দৈনিক
ইত্তেফাক

04 DEC 2013
৮ ৭

বিশৃঙ্খলার চক্রাবর্তে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশৃঙ্খলাই যেন নিয়তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টির। আগুন যেন তৈরি হইয়াই আছে। সামান্য খড়কুটো পাইলেই তাহা দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতেছে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ। আর অনিবার্যভাবে কপাল পুড়িতেছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের। দিনের পর দিন তালাবদ্ধ থাকিতেছে শ্রেণিকক্ষের দরোজা। জটিলাকার ধারণ করিতেছে সেশনজট। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনি সীমিত আয়ের অভিভাবকদের ন্যুব্জ স্কন্ধের উপর অর্থনৈতিক চাপ ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা তো আর বন্ধ নাই। থামিয়া নাই বিশাল এই প্রতিষ্ঠানটির পিছনে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের জোগানও। বলা বাহুল্য, এই অর্থও যাইতেছে মূলত জনগণের পকেট হইতে। অতএব, জনমনে এই প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে তাহাদের সন্তানেরা যদি নিশ্চিন্তে লেখাপড়াই করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানে তাহারা অর্থ জোগাইবেন কেন? জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ আর শিক্ষার্থীদের জীবন লইয়া দিনের পর দিন এই ছিনিমিনি খেলা যে চলিতে পারে না— তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিষ্ঠান অচল করাই যদি মূল অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে ইস্যুর বা অজুহাতের কি কোনো অভাব আছে? কখনও দুইজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মতবিরোধ, কখনো-বা সামান্য রাজনৈতিক মতবিরোধ লইয়া লঙ্কাকাণ্ড হইয়াছে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়াও তৈরি হইয়াছে দীর্ঘ অচলাবস্থা। অথচ স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব হইলেও সেই পথটিকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তোলা হইয়াছে। কেন করা হইয়াছে কিংবা কাহারা করিয়াছেন তাহাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অজানা নহে। এই তালিকায় সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে নূতন এক উপসর্গ। সেইটি হইল উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নহে, দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েট হইতে শুরু করিয়া সদ্যপ্রতিষ্ঠিত একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে দগ্ধ হইয়াছে এই আগুনে। ব্যতিক্রম শুধু এইটুকু যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আগুন নির্বাপিত হইবার কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। আর এই আগুন যে বর্তমান উপাচার্যের আমলে প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহাও নহে। পূর্ববর্তী উপাচার্যকেও অনুরূপ আগুনের আঁচ প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছে দিনের পর দিন। যথারীতি সেই আগুনে দগ্ধ হইয়াছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মূল্যবান শিক্ষাজীবন। কেন এমন হইতেছে— তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য যাহারা নিয়োগ দেন কিংবা ক্ষমতার কলকাঠি যাহাদের হাতে তাহারাই ভালো বলিতে পারিবেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আগুন নির্বাপনের তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল রাখিবার দায়িত্ব কাহার? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। উপাচার্য হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা কেহই ইহার বাহিরে নহেন। মনে রাখা আবশ্যক যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান শুধু নহে, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠও বটে। সঙ্গতকারণেই দেশবাসী আশা করেন যে হয় তাহারা সকলে মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল ও স্বাভাবিক রাখিবেন, অথবা নিজেদের ব্যর্থতার দায় কাঁধে লইয়া সরিয়া দাঁড়াইবেন। আর তাহারা যদি ইহার কোনোটাই না করেন, তবে অতি অবশ্যই সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। অর্থের জোগানদাতা হিসাবে তো বটেই, জনগণের প্রতিনিধি এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবেও ইহা তাহাদের দায়িত্ব। সরকার অবশ্য বলিতে পারেন যে তাহাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দফায় দফায় বৈঠক করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে সচল না হওয়া পর্যন্ত কোনো যুক্তিই কাজে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। জনগণের অর্থে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনের পর দিন বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকিবে, ব্যাহত হইতে থাকিবে শিক্ষা কার্যক্রম— তাহা কোনোভাবেই মানিয়া লওয়া যায় না। ইহার দায় যে অনিবার্যভাবে সরকারের উপরই বর্তাইবে— তাহাও অস্বীকার করিবার বা এড়াইয়া যাওয়ার কোনো উপায় নাই।